দৈনিক সংবাদ

JAN 18 2002

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... ... ... ... ... ... ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ১ ...

# কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন

সোমবার ১৪ই জানুয়ারি মন্ত্রিসভার বৈঠকে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় করার প্রস্তাব নীতিগতভাবে অনুমোদন করা হয়। সরকারের তথ্য অধিদপ্তরের তথ্য বিবরণীতে (নং ২৯৯, তারিখ ১৪/১/২০০২) এ খবর জানানো হয়। সোমবার অর্থাৎ ১৪ তারিখ রাতেই সরকারি তথ্য বিবরণীর সূত্রের বরাত দিয়ে সরকারি-বেসরকারি সব ক'টি টিভি চ্যানেলে এই খবর প্রচারিত হয়। সোমবার রাতে ইলেকট্রনিক্ মিডিয়ায় (বিটিভিসহ) এই খবর প্রচার হওয়ার সাথে সাথে ক্যাম্পাসে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া হয়। ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, বোমাবাজি ও ফাঁকা গুলি চলে। ১১টি হলের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ব্যাপক প্রতিবাদে ঝাঁপিয়ে পড়েন। দোকানপাট, প্রশাসনিক ভবন ও কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি ভাঙচুর করা হয়। ফাঁকা গুলিবর্ষণ করা হয়। এই তাণ্ডব চলে গভীর রাত পর্যন্ত। পরদিন মঙ্গলবার সকাল থেকে আবার ব্যাপক ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, রেল লাইন উৎপাটনসহ সহিংস ঘটনার আরো বিস্তার ঘটে। ছাত্রছাত্রীদের বিক্ষোভ মিছিলে পুলিশের রাবার বুলেট বর্ষণে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর এবং শিক্ষকসহ শতাধিক ছাত্রছাত্রী আহত হন।

এতো গেল ঘটনার এক পিঠ। অন্য পিঠ হলো মঙ্গলবার বিটিভির ৮টার সংবাদে এক সরকারি সংবাদ ভাষ্যে বলা হয়, 'গত সোমবার মন্ত্রিপরিষদে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন বিল চূড়ান্ত অনুমোদন করা হয়নি। একটি কুচক্রী মহল এই অপপ্রচার চালিয়েছে। সরকারি সূত্রের বরাত দিয়ে উল্লেখ করা হয়, কোন স্বার্থান্বেষী মহল এ নিয়ে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটাচ্ছে'।

পুরো ঘটনাটি মানুষের মনে অনেকগুলো প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। কেউ কোন দাবি করেনি, গত ৪০ বছরে কেউ যেটা ভাবেওনি, ভাববার প্রয়োজনও পড়েনি হঠাৎ করে মন্ত্রিপরিষদ সেই রকম একটা বিষয়ে উটকো সিদ্ধান্ত নিতে গেল কেন? সব কাজের পেছনেই একটা উদ্দেশ্য কাজ করে। এটা ঠিক যে, নাম পরিবর্তন করা এই সরকারের একটি প্রধান মিশন। বিশেষ করে যেখানে বঙ্গবন্ধু বা শেখ মুজিবের নাম রয়েছে সেই নামটা পরিবর্তন করা এই সরকারের জন্যে ফরজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সমস্যা হলো কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের নামের কোথাও বঙ্গবন্ধু বা শেখ মুজিবের নাম নেই। তা সত্ত্বেও এই নামটি পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দিল কেন?

সরকার এরপর জাতিকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করল মিথ্যাচার করে। নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত প্রচারিত হলো সরকারি তথ্য বিবরণীর মাধ্যমে। পরে সরকার কিভাবে বলে যে, নাম পরিবর্তন করা হয়নি। এটাকেই বোধ হয় বলা হয় 'সফেদ ঝুট'। সরকার যদি বলত যে, মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত হয়েছিল; কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত বাতিল করা হলো। তাহলে সরকারের সর্বশেষ বক্তব্য বিশ্বাসযোগ্য হতো।

সরকার একটি কুচক্রী এবং স্বার্থান্বেষী মহলকে দায়ী করেছে পরিস্থিতির অবনতির জন্য। প্রশ্ন হলো এই স্বার্থান্বেষী মহল কোনটি? মন্ত্রিপরিষদ, তথ্য মন্ত্রণালয়, না বিটিভি?

এ রকমভাবে আগুনে ঝাঁপ দেয়ার মতো সিদ্ধান্ত মন্ত্রিপরিষদ নিল কেন? সংবাদপত্র থেকে তিনটি কারণ পাওয়া যায়। একটি কারণ বলছে যে, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর ব্যক্তিগত ইচ্ছা। আরেকটি কারণ বলছে, গাজীপুরের বঙ্গবন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন করে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় করার প্রক্রিয়ায় প্রথম বলি দেয়া হলো ময়মনসিংহস্থ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের নামটিকে। আরেকটি খবর বলছে, উত্তরবঙ্গে কোথাও সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের নামে একটি নতুন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় করার উদ্দেশ্য থেকে এ কাজটি করা হয়েছে। যে উদ্দেশ্যেই করা হোক না কেন ময়মনসিংহের প্রতিক্রিয়া থেকে সরকার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছে নাম বদলের কাজটা সব সময় সহজ নয়। কোন কোন সময় বিপদও ডেকে আনতে পারে এটা নিশ্চয়ই সরকার বুঝতে পারছে। নাম বদলের মতো অকাজ করার জন্য তো জনগণ সরকারকে ভোট দেয়নি। সরকারকে ভোট দিয়েছে কাজ করার জন্যে, উন্নয়নের কাজ। আশা করি সরকার কাজের কাজ ফেলে এই ধরনের অকাজ করা থেকে বিরত থাকবে।